কন্থৌজম সুরঞ্জিতের দুটো কবিতা

আমার জিয়ন কাঠি

সাদা কিংবা সবুজ
ঘাস ওঠা পথের দু'ধার বেয়ে
চলে গেল সারি সারি
কুণ্ডলিত মেঘ-সম্ভাবনা।

পেছনে সুস্থির
কয়েক শত নির্মল চোখ।
ছেলেটি কাঁদছে:
আগে জেনে দিগন্তের কথা।

আমি বার বার কারণ খুঁজে আটকে যাই
কালোত্তীর্ণ স্রোতে!
বিস্মৃতির হাতে স্মৃতি গড়ে অনুস্মৃতি
পাড়া জুড়ে তাই এত আন্দোলিত প্রাণ।

বাবা, তুমিই বল—
কাকে আর ফেলে রাখে এ জমিন,
পিতৃহারা করে?

আকাশপ্রদীপের কথা

ধুলোর বর্তনীতে মিশে
খানিক ভুলে যেতে শিখেছি
লম্বা বাঁশের চূড়ায় পাঠানো দীপের চিঠি

এ চিঠি উড়ে উড়ে সমুদ্র ঘুরে
আবার ফেরে কিছু পলি মেখে

ক্রমশ সিন্দুকে ভরে রাখা
বাতাসে আন্দোলিত কাঙ্ক্ষার কচিপাতা
আকাশপ্রদীপের নাটাই ধরে নির্ঘুম মাঠ,
ফাটা।

দুর কোনো ঘাটে
নৃ-ঘুর্ণির টানে একদিন
ডুবেছিল জলবিন্দু...
সে-ই মনোবর্তিকা নিয়ে আসে মাঠে

এখন এ ধানখেত
মায়ের শব্দহীন ভাষার জাদু
মোমের গায়ে লেগে থাকা কথা।